

بسم الله الرحمن الرحيم

মুস্তাহাব যখন বিদআতে রূপান্তর হয় !

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর প্রচলিত মুনাজাত প্রথার একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর নিয়মিত সম্মিলিত মুনাজাত, যা বর্তমানে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত—সেটি কি মুস্তাহাব নাকি বিদআত? এ বিষয়ে মুফতিয়ে আজম ফয়জুল্লাহ রহ. বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে আমি কয়েকটি ধারাবাহিক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। — وما توفيقي إلا بالله —

এক. — বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় প্রতিটি মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর নিয়মিত দুহাত তুলে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রথা চালু আছে। এই প্রথাটি প্রতিটি সমাজে এতই গুরুত্বের সাথে প্রচলিত যে, কোনো মসজিদে যদি কোনো একদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে এভাবে মুনাজাত না করা হয়, তবে মুসল্লিগণের মাঝে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়ে যাবে। এটি হলো সর্বনিম্ন অবস্থা; কোনো কোনো এলাকা তো এমনও আছে যে, এক ওয়াক্তের মুনাজাত বাদ দেওয়া হলেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং ইমাম সাহেবের চাকরিও তখন প্রশ্নের সম্মুখীন হয়।

শুধু সাধারণ মুসলিমরাই নয়, অনেক আলেমও এই বিষয়টিকে এমন কঠোরভাবে আঁকড়ে ধরেন, যা কেবল কোনো 'ওয়াজিব' আমলের ক্ষেত্রেই শোভা পায়। জনৈক গণ্যমান্য আলেম এই প্রথাকে মুস্তাহাব প্রমাণ করতে গিয়ে একটি ঘটনার অবতারণা করেছেন। সেখানে 'একটি চমৎকার ঘটনা' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে— এক প্রবীণ (অত্যন্ত পরিচিত) আলেম কোনো এক মসজিদের (এক বড় মাদ্রাসার মসজিদের) ইমাম সাহেবকে ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত না করার কারণে রীতিমতো 'ধোলাই' করলেন এবং ধমক দিয়ে বললেন যে, প্রয়োজনে তিনি একে মুস্তাহাব প্রমাণ করার জন্য মুফতী ফয়জুল্লাহ (রহ.)-এর সাথে 'মুনাজারা' (বাহাস) করবেন।

অথচ সেই হযরত এটি চিন্তা করলেন না যে, কোনো মুস্তাহাব আমল ছেড়ে দেওয়ার কারণে কারও ওপর আপত্তি তোলা বা কঠোরতা প্রদর্শন করা স্বয়ং শরিয়তের মূলনীতিরই পরিপন্থী। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরি (রহ.) যদিও কোনো প্রকার কঠোরতা ছাড়া ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাতকে সাধারণভাবে মুস্তাহাব বলেছেন, কিন্তু তিনি এর সীমা রেখা টেনে দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন:

نعم نحكم بكونها بدعة إذا أفضى الأمر إلى التكبر على من تركها. (فيض الباري ٢/٢٥٠)

"হ্যাঁ, আমরা এই সম্মিলিত মুনাজাতকে তখন 'বিদআত' বলে ফয়সালা দেব, যখন বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে

যে—কেউ তা ছেড়ে দিলে তার ওপর আপত্তি বা নিন্দা করা হবে।" (ফয়জুল বারী: ৬/২২৫)

অথচ একজন গণ্যমান্য ও শীর্ষস্থানীয় আলেম এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাকে 'একটি চমৎকার ঘটনা' শিরোনামে বর্ণনা করছেন, তিনি যদিও সেটিকে মুস্তাহাব বলেছেন কিন্তু তার কর্ম-পদ্ধতি থেকে বুঝে আসে ভিন্ন ভাব। সুতরাং এ কথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রথার গুরুত্ব আমাদের সমাজে কেবল 'মুস্তাহাব' পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা অনেকটা 'ওয়াজিবের' মতো কঠোর আমলে পরিণত হয়েছে।

দুই. – অথচ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর এভাবে নিয়মিত সম্মিলিত মুনাযাত করার প্রথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে ছিল না। এ ব্যাপারে ইমাম শাফি'রী রহ. বলেছেন—

فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائما لم يكن من فعل رسول الله كما لم يكن من قوله ولا إقراره.
(الاعتصام: ٤٥٦/١)

"এটি প্রমাণিত যে, নিয়মিতভাবে সম্মিলিত পন্থায় দোয়া করা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আমল ছিল না এবং এর পক্ষে তাঁর কোন বাণীও নেই এবং সমর্থনও নেই।" (আল-ইতিসাম: ১/৪৫৬)

আল্লামা ইউসুফ বিনুরী রহ. বলেন –

غير أنه يظهر بعد البحث والتحقيق أنه وإن وقع ذلك أحيانا عند حاجات خاصة لم تكن سنة مستمرة له ولا للصحابة رضي الله عنهم. (معارف السنن ١٢٤/٣)

"অনুসন্ধান ও গবেষণার পর এটিই প্রতিভাত হয় যে, যদিও বিশেষ প্রয়োজনে মাঝেমাঝে এমনটি (সম্মিলিত মুনাযাত) হয়েছে, তবে এটি রাসূলুল্লাহ (সা.) কিংবা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর নিয়মিত সুন্নাহ বা আমল ছিল না।"

(মাআরিফুস সুন্নাহ: ৩/১২৪)

তবে অনির্ধারিতভাবে কোনো কোনো সময় বিশেষ হাজতের জন্য ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাযাতের পক্ষে যথেষ্ট দলিল-প্রমাণ রয়েছে। তাই অনির্ধারিত ও অনিয়মিতভাবে বিশেষ প্রয়োজনে সম্মিলিত মুনাযাতের ব্যাপারে কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে যেটি প্রচলিত—অর্থাৎ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর নিয়মিত ও সর্বদা সম্মিলিত মুনাযাত করতে থাকা—তা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কিংবা সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুগে প্রচলিত ছিল না। এর পক্ষে কোনো শরয়ি প্রমাণ নেই।

তিন. – উপরিউক্ত দুই আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় যে, যা সুন্নাহ ও নয় আবার ওয়াজিবও নয়—এমন একটি আমল আমাদের সমাজে বর্তমানে মাসনূন ও ওয়াজিবের স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এ বিষয়ে আল্লামা ইউসুফ বিনুরী রহ. বলেন—

وبالجملة التزامه كسنة مستمرة دائمة يشكل أن يكون عليه دليل من السنة. (معارف السنن ١٢٤/٣)

"সারকথা হলো, এটিকে (সম্মিলিত মুনাযাতকে) নিয়মিত মাসনূন আমলের মত আঁকড়ে ধরার দ্বারা এমনটি মনে হয় যে, এর স্বপক্ষে বুকী সুন্নাহর কোনো দলিল রয়েছে (অথচ প্রকৃতপক্ষে নেই)।" (মাআরিফুস সুন্নাহ: ৩/১২৪)

চার. – এখন প্রশ্ন হলো যে, গায়রে মাসনূন (যা সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন) আমল যদি সমাজে মাসনূন বা ওয়াজিব আমলের ন্যায় নিয়মিত ও সম্মিলিতভাবে প্রচলিত থাকে, তবে তাতে সমস্যা কী? নিম্নে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করা হচ্ছে—

ফকিহ ইমামগণের স্বীকৃত মূলনীতি হলো—যখন কোনো আমল মানুষের ধারণা ও বিশ্বাসে অথবা কাজ-কর্মে তার শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত স্তরের উর্ধ্বে চলে যায়, তখন সেই আমলটি ওই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে (নিয়মিতভাবে) বহাল রাখা 'মাকরুহ' হয়ে যায়। কারণ এর মাধ্যমে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা হয়। এ বিষয়ে আমি হযরত মুফতি নূর আহমদ (রহ.) এর রচিত আশরাফুল ফাতাওয়া কিতাব থেকে ইমামগণের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি —

فكم من مباح يصير بالالتزام من غير لزوم والتخصيص بغير مخصص مكروها كما صرح به العلي القاري في شرح المشكاة و الحصكفي في الدر المختار وغيرهما وقال الطيبي في شرح المشكاة "من أصرَّ على مندوب وجعله عزمًا ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال" وفي المجمع: إن المندوب ينقلب مكروها إذا خيف أن يرفع عن رتبته. وقال الشاطبي: هذه أمور جائزة مندوب إليها ولكنهم كرهوا فعلها خوفا من البدعة لأن اتخاذها سنة إنما هو بأن يواظب الناس عليها مظهرين لها وهذا شأن السنة وإذا جرت مجرى السنن صار من البدع بلا شك. (أشرف الفتاوى ٢٦٣/٤)

"বহু মুবাহ (বৈধ) আমল আছে, যা শরিয়ত কর্তৃক আবশ্যিক না হওয়া সত্ত্বেও আবশ্যিক করে নেওয়া এবং কোনো কারণ ছাড়াই নির্দিষ্ট করে নেওয়ার ফলে মাকরুহ হয়ে যায়। যেমনটি মোল্লা আলী আল-কারী (রহ.) ‘মিরকাত’ (মিশকাতের ব্যাখ্যাগ্রন্থ) এবং ইমাম হসকফী (রহ.) ‘দুররে মুখতার’-এ স্পষ্ট করেছেন। ইমাম তিব্বী (রহ.) ‘মিশকাত শরিফ’-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: 'যে ব্যক্তি কোনো মুস্তাহাব আমলের ওপর অটল থাকে এবং একে আবশ্যিকীয় সংকল্প বানিয়ে নেয় অর্থাৎ মাঝেমধ্যে বাদ দিয়ে শরিয়তের ছাড়ের ওপর আমল করে না, শয়তান তাকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়।' 'মাজমা' নামক কিতাবে আছে, 'মুস্তাহাব আমল যখন তার নির্দিষ্ট স্তর থেকে উন্নীত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়, তখন তা মাকরুহ হয়ে যায়।' ইমাম শাতিবী (রহ.) বলেন: ---'এসব বিষয় মূলত বৈধ ও পছন্দনীয় ছিল, কিন্তু ওলামায়ে কেরাম এগুলোকে বিদআতে পরিণত হওয়ার ভয়ে অপছন্দ করেছেন। কারণ কোনো বিষয়কে সুন্নাহর মত বানিয়ে নেওয়ার অর্থ হলো মানুষ সেটির ওপর এমনভাবে নিয়মিত আমল করবে যেন তা প্রকাশিত সুন্নাহর মতো মনে হয়। সুতরাং যখন কোনো আমল (যা সুন্নাহ নয়) সুন্নাহর ন্যায় প্রচলিত হয়ে যায়, তখন তা নিঃসন্দেহে বিদআতে পরিণত হয়।' (আশরাফুল ফাতাওয়া: ৪/২৬৩)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, কোনো আমল মৌলিকভাবে মুবাহ (বৈধ) কিংবা মুস্তাহাব হলেও পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক কারণে তা 'মাকরুহে তাহরিমী' ও 'বিদআতে' পরিণত হতে পারে। যেমন:

কোনো মুস্তাহাব আমলকে প্রকাশ্যে ও সম্মিলিতভাবে অতিরিক্ত গুরুত্বের সাথে নিয়মিত করতে থাকা। অথবা শরিয়ত প্রদত্ত কোনো আমলের ব্যাপকতাকে (যা যেকোনো সময় বা পদ্ধতিতে করা যেত) সংকীর্ণ করে কোনো নির্দিষ্ট সময় বা পদ্ধতির সাথে স্থায়ীভাবে খাস (নির্ধারণ) করে নেওয়া ইত্যাদি।

পাঁচ. – প্রতি ওয়াত্তে ফরজ নামাজের পর আমল করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.) উম্মতকে অনেক দোয়া শিখিয়ে গেছেন, যেগুলো 'ইনফিরাদি' বা ব্যক্তিগতভাবে করণীয়, সম্মিলিতভাবে নয়। সাহাবী, তাবয়ীন ও ইমাম মুজতাহিদগণ সেই আমলগুলো একাকী করতেন। সুতরাং ফরজ নামাজের পরের সময়টি মূলত ব্যক্তিগত জিকির ও আমলের জন্য সময়, ইমাম সাহেবের সাথে সালাম ফিরানোর মধ্য দিয়ে সম্মিলিত আমল সমাপ্ত, এরপর মুসল্লিগণ ব্যক্তিগতভাবে সুন্নাত ও মাসনুন আমলে লিপ্ত হওয়ার সময়, সাহাবী, তাবয়ীনের যুগে এমনই ছিল। এর স্থানে কোন নিয়মিত সম্মিলিত আমল যুক্ত করা শরিয়তের সীমালঙ্ঘন করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

ইমাম ও মুত্তাদীরা সম্মিলিতভাবে উচ্চস্বরে মুনাজাত করার কারণে কোনো মুসল্লি যদি একাকী মাসনুন দোয়া পড়তে চান, তবে তার মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে। আর যদি বলা হয় যে, তাকেও সবার সাথে মুনাজাতে শরিক হতে হবে, তবে এটি তাকে

এক প্রকার বাধ্য করার শামিল, এভাবে মাসনূন আমলের স্থলে গায়রে মাসনূন (প্রচলিত) প্রথা চালু করে সুন্নাহর ওপর আমল করতে ব্যাঘাত ঘটানো কিছুতেই মুস্তাহাব হতে পারে না।

এই প্রথার কারণে আজ সাধারণ মুসল্লিগণ ফরজ নামাজের পর পাঠনীয় মাসনূন দোয়া ও জিকিরসমূহ সম্পর্কে প্রায় বেখবর। এমনকি অনেক ইমাম সাহেব আবেগ দিয়ে দীর্ঘ মুনাজাত করলেও মাসনূন দোয়াগুলো সম্পর্কে নিজেও অবগত নন, মুসল্লিদের শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা। এভাবে গায়রে মাসনূন প্রথা চালু থাকলে স্বাভাবিকভাবেই মাসনূন পন্থা বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) সতর্ক করে বলেছিলেন—

ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة. رواه أحمد: ١٦٦٢٧

"যখনই কোনো জাতি নতুন কোনো বিদআতের সূচনা করে, তখনই তাদের মধ্য থেকে সমপরিমাণ সুন্নাহ বিলুপ্ত হয়ে যায়।" (মুসনাদে আহমাদ: ১৬৬২৭)

ছয়. — উপরিউক্ত আলোচনা গভীরভাবে উপলব্ধি করার পর আমরা বলতে পারি যে, বর্তমানে প্রচলিত—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের পর নিয়মিত সম্মিলিত মুনাজাত—চলমান পরিস্থিতিতে কেবল মুস্তাহাব কিংবা মুবাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা এখন 'বিদআত' এবং 'মাকরুহে তাহরিমী'-তে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন যুগের বিজ্ঞ ফকিহগণ একে বিদআত বলে ফতোয়া দিয়েছেন। দারুল উলুম হাটহাজারী মাদ্রাসার সাবেক প্রধান মুফতি এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুফতিয়ে আজম, মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত ফয়জুল্লাহ (রহ.)-ও এই প্রথাকে বিদআত বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

মূলত যখন থেকেই বিভিন্ন দেশে ও অঞ্চলে এই প্রথাটি স্থায়ী রূপ নিয়েছে, তখন থেকেই বিচক্ষণ ফকিহ ও মুজাদ্দিদগণ একে বিদআত হিসেবে ফতোয়া দিয়ে আসছেন। ইমাম শাওবী (রহ.) 'আল-ইতিসাম' কিতাবে উল্লেখ করেন —

هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاء بأثر الصلاة بالهيئة الاجتماعية دائما بدعة قبيحة.

(الاعتصام ١٠٦/٢ - أشرف الفتاوى ٢٧٧/٤)

"শায়খ (ইমাম ইযযুদ্দিন ইবনে আবদুস সালাম রহ.) এ কথাটি উদ্ধৃত করেছেন এবং নামাজের পর স্থায়ীভাবে সম্মিলিত পন্থায় দোয়া করাকে 'বিদআতে কাবিহা' বা নিকৃষ্ট বিদআত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।"

(আল-ইতিসাম: ২/১০৬; আশরাফুল ফাতাওয়া: ৪/২৭৭)

আল্লামা ইউসুফ বিনুরী রহ. মাআরিফুস সুন্নাহে লেখেন —

قد راج في كثير من البلاد الدعاء بالهيئة الاجتماعية رافعين أيديهم بعد الصلاة المكتوبة ولم يثبت ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبالأخص بالمواظبة. نعم ثبتت أدعية كثيرة بالتواتر بعد المكتوبة ولكنها من غير رفع الأيدي ومن غير هيئة اجتماعية. (معارف السنن ٤٠٩/٣)

"অনেক দেশেই ফরজ নামাজের পর হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দোয়া করার প্রথাটি ছড়িয়ে পড়েছে। অথচ নবী করীম (সা.)-এর যুগে এর কোনো প্রমাণ নেই; বিশেষ করে নিয়মিতভাবে এটি করার তো প্রশ্নই আসে না। হ্যাঁ, ফরজ নামাজের পর অনেক দোয়া 'তাওয়াতুর' দ্বারা প্রমাণিত আছে, কিন্তু সেগুলো হাত তোলা ছাড়া এবং সম্মিলিত রূপ ছাড়া (অর্থাৎ

ব্যক্তিগতভাবে)।" (মাআরিফুস সুন্নাহ: ৩/৪০৯)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন –

أَمَّا دُعَاءُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِينَ جَمِيعًا عَقِيبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ بَدْعَةٌ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ. (مجموع الفتاوى ٥١٩/٢٢)
"নামাজের পর ইমাম ও মুস্তাদী সকলের সম্মিলিত দোয়া করা একটি বিদআত; নবী করীম ﷺ-এর যুগে এর কোনো অস্তিত্ব ছিল না।" (মাজমুউল ফাতওয়া - ২২/৫১৯)

হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ রহ. বলেন –

إِنَّ الدُّعَاءَ مِنْ جَنْسِ النُّوَافِلِ وَالْمُسْتَحْبَاتِ وَلَا جَمَاعَةً وَلَا تَدَاعِي فِيهَا. بَلْ هِيَ بِأَحْوَاقِ التَّدَاعِي وَالْإِهْتِمَامِ
تَصِيرُ بَدْعًا وَمَكْرُوهَةً. (أحكام الدعوات المروجة: ص: 12)

"নিশ্চয়ই দোয়া হলো নফল ও মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল, যার জন্য (শরিয়ত নির্ধারিত) কোনো জামাত বা সম্মিলিত আহ্বানের ব্যবস্থা নেই। বরং এ জাতীয় আমলে যখনই সম্মিলিত রূপ (তাদায়ি) ও অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ যুক্ত হয়, তখনই তা বিদআত ও মাকরুহে পরিণত হয়।" (আহকামুদ দাআওয়াতিল মুরাউওয়াজাহ: ১২)

সাত. – এতো সুস্পষ্ট বিবরণ থাকা সত্ত্বেও অনেকে এই ফতোয়াটি না বুঝে প্রত্যাখ্যান করেন। তারা ঐ সমস্ত হাদিসকে এর বিপরীতে দাঁড় করাতে চান, যেগুলোতে কেবল কোনো বিশেষ সময়ে অস্থায়ীভাবে সম্মিলিত মুনাজাতের কথা বর্ণিত হয়েছে। তারা পৃথক পৃথক বর্ণনা থেকে সম্মিলিত মুনাজাতের ফজিলত এবং অন্য বর্ণনা থেকে কোনো আমল নিয়মিত করার ফজিলত উল্লেখ করে এ দুইয়ের সংমিশ্রণে প্রমাণ করতে চান যে—পাঁচ ওয়াস্ত নামাজের পর নিয়মিত ও লাগাতার সম্মিলিত মুনাজাত করার প্রচলিত পন্থাটি 'মুস্তাহাব'।

অথচ শরিয়তের মূলনীতি হলো, কোনো আমল সম্মিলিতভাবে নিয়মিত করতে থাকা কিছুতেই মুস্তাহাব আমলের বৈশিষ্ট্য নয়; বরং এটি হলো 'মাসনুন' বা সুনাহ দ্বারা প্রমাণিত আমলের বৈশিষ্ট্য। মুস্তাহাব আমলকে যখন মাসনুন বা ওয়াজিবের মতো গুরুত্ব দিয়ে নিয়মিত করা হয়, তখনই তা শরয়ি সীমা লঙ্ঘন করে বিদআতের পর্যায়ে চলে যায়।

আট. – এরপরও যদি কেউ বিষয়টি না বুঝে দাবি করেন যে— এই প্রথাটি চালু রাখা মুস্তাহাব, তবুও তো এ কথা মানতে হবে যে, এটি কোনো স্বতঃসিদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ বিষয় নয়; বরং চরমভাবে মতভেদপূর্ণ। আর ফকিহগণের সর্বসম্মত মূলনীতি হলো—যখন কোনো আমল 'সুন্নাত' নাকি 'বিদআত' এ নিয়ে সংশয় বা মতভেদ তৈরি হয়, তখন বিদআত থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে তা বর্জন করাই হলো সর্বোত্তম ও নিরাপদ পদ্ধতি। আল্লামা শামী (রহ.) 'আল-বাহরুর রায়েক'-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—

إِذَا تَرَدَّدَ الْحُكْمُ بَيْنَ سَنَةِ وَبَدْعَةٍ كَانَ تَرْكُ السَّنَةِ رَاجِحًا عَلَى فِعْلِ الْبَدْعَةِ (رد المحتار: ٤٩٣/٢ - المكتبة الأشرفية)

"যখন কোনো বিধানের ব্যাপারে সুন্নাত নাকি বিদআত—এই দ্বিধা বা সংশয় তৈরি হয়, তখন বিদআত লিপ্ত হওয়ার চেয়ে (সংশয়পূর্ণ) সুন্নাতটি বর্জন করাই অগ্রগণ্য বা রাজেহ।" (ফতওয়ায়ে শামী: ২/৪৯৩)

কিন্তু যারা এটিকে মুস্তাহাব প্রমাণ করতে চায়, তারা এতোসব সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ থেকে চোখ বন্ধ করে এক কথায় বলতে থাকে—'মুস্তাহাব, মুস্তাহাব'। তাদের ভঙ্গি দেখে মনে হয় তারা বলতে চায় যে, আমরা একটি মুস্তাহাব আমল এমনভাবে আঁকড়ে রাখব যে, এর কারণে যত বিতর্কই সৃষ্টি হোক না কেন—আমরা এটিকে কিছুতেই ছাড়ব না। সুতরাং, বর্তমানে প্রচলিত মুনাজাত প্রথাটি 'বিদআত' হওয়ার জন্য তাদের এই ওয়াজিবসুলভ দৃঢ়তা ও কঠোরতাই যথেষ্ট।

পক্ষান্তরে, যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম প্রচলিত এই মুনাজাত প্রথাকে বিদআত বলেন, তাদেরকেও আমরা কখনো কখনো ফরজ নামাজের পর একাকিত্বে ও একাগ্রতার সাথে মুনাজাত-ফরিয়াদ করতে দেখি; আর এটাই তো হলো মুস্তাহাব আমলের প্রকৃত শান। কোনো নফল বা মুস্তাহাব আমলকে দৃঢ়তার সহিত সম্মিলিতভাবে নিয়মিত করতে থাকা কিছুতেই 'মুস্তাহাব' আমলের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা সবাইকে সहीহ বুঝ দান করুন, আমীন।

هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم و الحمد لله رب العلمين.

راقم الحروف

محمود الرشيد عفي عنه

هـ ١٤٤٦/٦/١٦

মাহমুদুর রশীদ

ফাজেলে দারুল উলুম হাটহাজারী।